পর্বঃ৫

শৈশবের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।ওর বাবা পি ডাব্লিও ডি তে চাকরি করতেন।একদিন ওর বাবা মাকে বলছেন,'এই ইঞ্জিনিয়াররা দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে,আমি শুধু মাস কাবারে মাইনেটা নিয়ে বাড়ি আসি। আমার ছেলেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার বানাবো,দেখবে আর কোনও কষ্ট থাকবে না তোমার।আমি পল্লবীর মামা বাড়ি নারায়নগঞ্জ পূর্নবাস কলোনীতে এক টুকরো জমি বুক করেছি,একশ গজ জমি।তার জন্য প্রতিমাসে টাকা দিচ্ছি কিস্তিতে।'

'মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু রাখ ব্যংকে প্রতিমাসে ।'ওর মার গলার স্বরে চাপা আকুতি।

'এতো টাকা কোথা থেকে আসবে?'

'মেয়েটা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? মা ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিল।একে তো ওকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছ আর ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে,এখন তার বিয়ের কথা ভাববে না?'

'দেখ,আমার বাবা নারায়নগঞ্জ মিউনিসিপালিতে কাজ করতেন বৃটিশরা যখন ঢাকা শহরের গঠন করে এবং রাজধানী তৈরী করে সেইসময়।বাবা কখনই বাড়ি তৈরী করার কথা ভাবেননি।আমাদের সিলেট শহরে বাড়ি ছিল তো। উনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি তিনি পরদেশী হয়ে যাবেন।আজ আমাকে পূর্ণবাস কলোনীতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে অথচ এই নরসিংদী থেকে নারায়নগঞ্জ বাসীন্দারা কেমন জমি নিয়ে বিশাল কলোনী বানিয়ে নিয়েছে,ওরা তো আমার মতো পরদেশী নয়।'